দৌলতপুর যুবশক্তি নাট্যমন্দিরের পুজোমণ্ডপে ভুতুড়ে রাজবাড়ি

অভিজিৎ মুখার্জী ● আরামবাগ

হুগলির আরামবাগের অন্যতম একটি সার্বজনীন দুর্গাপুজো হল দৌলতপুর যুবশক্তি নাটামন্দিরের পুজো। এবার এই পুজো ৪৯ বছরে পা রেখেছে। এবার তাদের থিম ভুতুড়ে রাজবাড়ি। বাজেট সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা। গত বছর আরামবাগ শহরের মধ্যে সেরার সেরা শিরোপা পেয়েছিল এই পুজো মণ্ডপ। শুধু তাই নয়, বেশ কয়েক বছর ধরেই দর্শনার্থীদের বিভিন্ন ধরনের প্রতিমা এবং থিম উপহার দিয়ে আসছে এই পুজো কমিটি। গত বছর স্বর্ণমন্দির তৈরি করেছিলেন গোঘাটের পাতুলসাঁড়ার মানস গণের দল। এবারও তিনিই ভুতুড়ে রাজবাড়ির থিমটি করছেন। মানসবাবু জানান, আমরা মোট ১৪জন রয়েছি। কিন্তু গত বছর মণ্ডপ তৈরি করতে গিয়ে দেখেছিলাম ক্লাবের ৪০জন সদস্যও দিনরাত আমাদের সঙ্গে কাজ করেছিলেন। এই বছরও তাঁরা প্রায় দু'মাস ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। মণ্ডপের প্রায় অর্ধেক কাজ সদস্যরাই করে থাকেন। আসলে এই ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে সবসময় নতুন কিছু উপহার দেওয়ার চিন্তাভাবনা থাকে। এবছর ভুতুড়ে রাজবাড়ির থিমের মধ্যে দিয়ে অন্তঃশক্তির বিনাশে মা দুর্গার আগমনকে সূচিত করা হয়েছে। মণ্ডপটি তৈরি করা হচ্ছে থার্মোকল দিয়ে। প্রবেশদ্বারে থাকছে বিদেশি মডেলের দুটি পরী। মণ্ডপের প্রধান ফটকের ঢোকার আগে রাস্তাটি মার্বেল পাথর দিয়ে সুজ্জিত করা হয়েছে। ওই রাস্তাটি রাজবাড়িতে প্রবেশ করেছে। উদ্যোক্তারা জানালেন, বছরছর আগে ধ্বংস হয়ে যাওয়া একটি রাজবাড়ি আদলে তৈরি এটি। এখানে প্রেতাত্মা সবসময়ই ঘুরে বেড়ায়। এককথায় এটি তাদের বাসস্থানও বলা চলে। এর মধ্যে দেবী দুর্গার আগমন তুলে ধরতে চাওয়া হয়েছে। মণ্ডপের সামনে তৈরি করা হয়েছে খড়, মাটি দিয়ে গাছ ও গাছের ঝুড়ি। পরিবেশটাকে ফুটিয়ে তুলতে ব্যবহার করা হয়েছে ভৌতিক কিছু মডেল। সেগুলি দেখা যাবে রাজবাড়ির ভিতরে। মাটির উপরে থাকবে প্লাস্টার অফ প্যারিসের রঙ। ভেতরটা থাকবে অন্ধকারাচ্ছন্ন। ভুতুড়ে শব্দ শোনা যাবে এদিক ওদিক।

অট্টালিকার মধ্যে আরাধনা করা হবে সোনালী বর্ণের মা দুর্গার। মণ্ডপের বেশিরভাগ কাজই হবে সোনার উপর প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে। তার উপর থাকবে রঙের প্রলেপ। মাটি লাগানো, মার্বেল পাথর বসানো, গাছ তৈরি করা, কাপড়ে মাটির প্রলেপ দেওয়া থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজকর্ম করছেন ক্লাবের সদস্যরাই। মানসবাবু জানান, বাজেট প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা। সদস্যরা সহযোগিতা না করলে বাজেট আরও ২ লক্ষ টাকা বেড়ে যেত। ওনাদের সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমি খুশি।

অন্যদিকে ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ সজল কর্মকার জানান, এবছর এই মণ্ডপের প্রতিমা তৈরি করেছেন আরামবাগের কালীপুরের শিল্পী প্রদীপ দাস। প্রতিমাটি সম্পূর্ণরূপে মাটির তৈরি। দেবী দুর্গার গায়ের রঙ সোনালী। তিনি আরও জানান, নবমীতে কুমারী পুজো অনুষ্ঠিত হবে। অন্যান্য বছরের মতো এবছরও দশমীর দিন ৮ দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। দ্বাদশীর দিন সিঁদুর খেলার সঙ্গে রবীন্দ্র সংগীত গানের মাধ্যমে এলাকার সমস্ত বাসিন্দা এক যোগে প্রতিমা বিসর্জনে অংশ নেবেন।

ভাঙনের হাত থেকে গ্রামকে বাঁচাতে আমরণ অনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ নিজের গ্রামকে ভাঙনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এবার অনশনে বসলেন সুশীলকুমার জানা। ৫৭ বছর বয়সী সুশীলবাবু এই নিয়ে মোট ৯বার অনশনে বসলেন। এর আগে পাঁচটি দাবি নিয়ে আটবার অনশন করেছেন। তাঁর অনশনের কাছে বশ্যতা মেনে প্রতিবারই প্রশাসনকে সেই দাবি পূরণ করতে হয়েছে। তাঁর প্রথম অনশন ২০০৯ সালে। হুগলির আরামবাগের সালেপুর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিমপাড়া অঞ্চলে তখনও বিদ্যুৎ ছিল না। বার বার প্রশাসনকে বলে কোনও কাজ হয়নি। তাই তিনি বিদ্যুতের দাবিতে অনশন শুরু করেছিলেন। প্রথমে অনেকে উপহাস করেছিলেন। কিন্তু তাঁর একটানা অনশনে টনক নড়ে যায় প্রশাসনের। তৎকালীন দৌর্দণ্ডপ্রতাপ সিপিএম নেতা তথা বিধায়ক বিনয় দত্তকেও তাঁর মান ভাঙাতে ছুটে যেতে হয়েছিল। তারপরেই গ্রামে পৌঁছে যায় বিদ্যুৎ। সেই শুরু। তারপর গ্রামের রাস্তা কংক্রিটের তৈরি করতে, গ্রামে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র স্থাপন করতে, চাষের জন্য রিভারপাম্প বসাতে তিনি কখনও পঞ্চায়েত অফিসে, কখনও মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে, কখনও ব্লক অফিসের কার্যালয়ে একাই অনশনে বসেছেন। আর সবচেয়ে বড় কথা প্রতিক্ষেত্রেই তিনি সেই দাবি পূরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। শুধু তাই নয়, এলাকায় যখন অবাধে মাটি ও বালি কাটা চলছিল তখন তিনি বার বার প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কেউ কানে তোলেননি। তাই তিনি বালি ও মাটি বয়ে নিয়ে যাওয়ার রাস্তার উপর শুয়ে দু-দুবার অনশন করেছিলেন। তারপরেই অবশ্য তোলপাড় হয় বিএলআরও দপ্তর। ছুটে যান আধিকারিকরা। সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায় মাটি ও বালি চুরি। এবার তিনি অনশনে বসেছেন দ্বারকেশ্বরের ভাঙনের হাত থেকে নিজের গ্রামের ১১০টি পরিবারকে বাঁচাতে। যেভাবে পাড় ভেঙে চলেছে তাতে অবিলম্বে নদীপাড়ে বোল্ডার-পাইলিং-এর কাজ করা প্রয়োজন। এর জন্য তিনি প্রশাসনকে বার বার জানিয়েছেন। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। তাই গ্রামের প্রায় ৬০০ মানুষ যাতে নিরাশ্রয় হয়ে না যান তাই তিনি প্রশাসনকে আগাম জানিয়ে গ্রামেরই বিষ্ণু-শীতলা-মনসা মন্দিরে অনশন শুরু করেছেন। তবে এবার শুধু তিনি একা নন, তাঁর সঙ্গে রয়েছেন গ্রামের আরও ১১জন। বৃহস্পতিবার থেকে গ্রামের ৩০জন মহিলাও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। আর এতেই ঘুম ছুটেছে প্রশাসনের। বুধবার থেকেই টনক নড়েছে তাদের। খবর পেয়েই তাঁদের কাছে ছুটে গেছেন সেচ দপ্তরের আধিকারিক থেকে শুরু করে বিডিও, থানার আই সি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং কর্মাধ্যক্ষরা। কিন্তু প্রয়োজনীয় আশ্বাস না পাওয়ায় তাঁরা অনশন তোলেননি। অনশনের প্রধান উদ্যোক্তা সুশীলবাবুর সাফ কথা, এমনিতেই ভাঙনে সব তলিয়ে যাবে। তাই অনশন করেই না হয় মরব। যতক্ষণ না ভাঙন প্রতিরোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ অনশন তোলার প্রশ্নই নেই। এবিষয়ে আরামবাগ বিডিও বিশাখ ভট্টাচার্য বলেন, বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। ওনাদের কেও অনশন তুলে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

ঠাকুরানীচক ইউনিয়ন ক্লাবের পুজোমণ্ডপে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির

পিন্টু সাঁতরা, খানাকুল

হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার যে সমস্ত দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয় তাদের মধ্যে অন্যতম হল খানাকুলের ঠাকুরানীচক ইউনিয়ন ক্লাবের পুজো। এই পুজোটি ঠাকুরানীচক ইউনিয়ন হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হয়। এবছর এই ক্লাবের পুজো ৬০ বছরে পা দিয়েছে। তাই এই পুজোকে কেন্দ্র করে এবার এলাকার মানুষের বাড়তি উন্মাদনা। এর আশেপাশে যে সমস্ত গ্রাম আছে তার মধ্যে পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ ঠাকুরানীচক, দেবাদী, কাঁকনান ও শঙ্করপুরের মানুষজন মিলিতভাবে এই পুজোর আনন্দ উপভোগ করেন। এই ক্লাবের সভাপতি মিলন মান্না, সম্পাদক সুরঞ্জন মণ্ডল ও কোষাধ্যক্ষ সমীর পাঁজা জানান, এবছর এই পুজোমণ্ডপ তৈরি করা হয়েছে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের আদলে। বাজেট প্রায় ৩ লক্ষ টাকার উপর। এবছর পুজোর উদ্বোধন হবে ষষ্ঠীর দিন। 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এর সূচনা হবে। ষষ্ঠী থেকে বিজয়া দশমী পর্যন্ত প্রতিদিনই থাকছে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এবছর প্রতিমা তৈরি করেছেন শিল্পী দেবাশী গ্রামের বাসিন্দা রবীন সাঁতরা। এই নিয়ে ৮ বছর প্রতিমা তৈরি করছেন তিনি।

হরিপালে পুজো কমিটিগুলিকে অনুদানের চেক প্রদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ আদালতের রায় ঘোষণার পর বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে পুজো কমিটিগুলিকে সরকারি অনুদান দেবার পূর্ব ঘোষণা মোতাবেক এদিন গভীর রাত পর্যন্ত ৪০টি ক্লাবের কর্মকর্তাদের হাতে দশ হাজার টাকার চেক তুলে দিলেন হরিপালের বিধায়ক বেচারাম মান্না। উপস্থিত ছিলেন সি আই তারকেশ্বর গোবিন্দ বিশ্বাস, হরিপাল থানার ওসি মিন্টু সরকার, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি বাবলু গায়েন, দেবাশিস পাঠক, আন্ততোষের প্রধান সুমিত সরকার সহ ক্লাবের কর্মকর্তারা। ক্লাব কর্তাদের দাবি, এবছর ক্লাবগুলির পুজোর চাঁদা আদায় অনেকখানি কম। কারণ হুগলি জেলার অর্থকরি ফসল আলুর দাম না থাকায় বাজার পরিস্থিতি অনেকটাই খারাপ। তাই এই সরকারি অনুদান অনেকটাই কাজে আসবে। এছাড়া তারকেশ্বর থানা এলাকায় ও বেশ কয়েকটি ক্লাবকে চেক প্রদান করা হয়।

পরিবারের লোক পুজোর বাজারে, বাড়ির তালা ভেঙে লক্ষাধিক টাকা নিয়ে চম্পট চোরেরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া ঃ বাড়ি বন্ধ করে পুজোর বাজার করতে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে বাড়ির দরজার লক ভেঙে প্রায় লক্ষাধিক টাকা নিয়ে চম্পট দিল চোর। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, চুঁচুড়া থানার গোয়ালটুলের বাসিন্দা তথা ওষুধ ব্যবসায়ী পার্থপ্রতিম নন্দী রোজকার মতো এদিন সকালে দোকানে চলে যান। দুপুর ১২টা নাগাদ স্ত্রী ও মেয়ে বাড়ি বন্ধ করে চুঁচুড়ায় বাজার করতে যান। বিকালের দিকে পার্থবাবু যখন বাড়ি ফেরেন তখন তিনি দেখেন বাড়ির দরজার তালা ভাঙা। ভিতর থেকে লক করা। এরপর পার্থবাবু বাড়ির পিছনের দিকে গেলে দেখেন পিছনের দরজা খোলা। এরপর স্থানীয় লোকজনদের ডেকে ঘরে প্রবেশ করতেই দেখেন ঘরের মধ্যে সবকিছু লন্ডভন্ড হয়ে পড়ে রয়েছে। পার্থবাবু জানান, নগদ টাকা ও গহনা সব মিলিয়ে প্রায় লক্ষাধিক টাকা খোয়া গেছে তাঁর। এবিষয়ে চুঁচুড়া থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন পার্থবাবু।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সিলিং ফ্যান চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাণ্ডুয়া ঃ স্বাস্থ্যদপ্তরের সাব সেন্টারে ঢুকে সিলিং ফ্যান খুলে নিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। পাশাপাশি ঘরে থাকা যাবতীয় ওষুধপত্র, ফাইলপত্র তছনছ করে গেল। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির পাণ্ডুয়া থানার তেলেপাড়া মোড়ের কাছে সাবসেন্টারে। বৃহস্পতিবার সকালে ওই সেন্টারের এক কর্মী গিয়ে দেখেন দরজার তালা ভাঙা। একটি ঘরের সিলিংফ্যান উধাও। আলমারিটি খোলা। সেখানে থাকা ফাইল ও ওষুধপত্র তছনছ হয়ে পড়ে রয়েছে। খবর পেয়ে পাণ্ডুয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে।

বিশ্ব খাদ্যদিবস পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ ১৬ অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবস। কিন্তু সেই সময় পুজোর ছুটি পড়ে যাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আগেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত খাদ্য দিবস পালন করা হলো। সেই মতো হুগলি জেলা পরিষদ এবং জেলা খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে হুগলি জেলা পরিষদ সভাকক্ষেও দিনটি পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অসীমা পাত্র, জেলাশাসক জগদীশপ্রসাদ মীনা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি মেহেবুব রহমানসহ খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। এদিন অর্থনীতিতে পিছিয়ে পড়া ৫০জন সাধারণ মানুষকে ৫ কেজি করে চাল ও ১ কেজি করে ডাল বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ রঙের কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম বিশ্বজিৎ পাত্র (২২)। বাড়ি হুগলির গোঘাটের বালি গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণবরাভ পুরে। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার তিনি আরামবাগের বড়ডোঙ্গল এলাকায় রং-এর কাজ করতে গিয়েছিলেন। রঙ করার সময় ভাড়ার বাঁশ সরানোর সময় সেটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক তারে ঠেকে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন বিশ্বজিৎ। সহকর্মী ও অন্যান্যরা তাঁকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। জানা গেছে, কিছুদিন আগেই তাঁর বাবা মারা গেছেন। মায়ের সঙ্গে একাই থাকতেন বিশ্বজিৎ।

জলে ডুবে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ জলে ডুবে মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের। মৃতের নাম করালি পাইকার (৫৩)। বাড়ি হুগলির গোঘাটের হাজিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাটপুর গ্রামে। তিনি দিনমজুরের কাজ করতেন। জানা গেছে, বুধবার রাত থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ি থেকে প্রায় আধ কিলোমিটার দূরে মলার পুকুরে তাঁর মৃতদেহ ভাসতে দেখেন গ্রামবাসীরা। এরপর তাঁরাই গোঘাট থানায় খবর দেন। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়।

অত্যাচারিত বৃদ্ধা মা থানার দ্বারস্থ

নিজস্ব সংবাদদাতা, চাঁপদানি ঃ বৃহস্পতিবার সকালে হুগলির চাঁপদানির ৯নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা মোহিনী সাউ নামে ৮০ বছরের বৃদ্ধা মাকে মারধর করা ও বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল ছেলে ও নাতিদের বিরুদ্ধে। মোহিনী সাউ এই ঘটনায় নিজে থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। এদিন দুপুরে চন্দননগর কমিশনারেটের ভদ্রেশ্বর থানার চাঁপদানি ফাঁড়ির ইনচার্জের কাছে তিনি ঘটনার কথা ঘন্টাখানেক ধরে জানান। এরপর তিনি ফাঁড়ির মূল ফটকের সামনে বসে পড়েন এবং পুলিশকে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়। এপ্রসঙ্গে চাঁপদানি ফাঁড়ির ইনচার্জ জানান, এটি মায়ের সঙ্গে ছেলে ও নাতিদের পারিবারিক সমস্যা। বৃদ্ধার জায়গায় যে ভাড়াটিয়ারা থাকেন তাঁদের ভাড়া ছেলেও নাতিরা নিয়ে নেন। ফলে বৃদ্ধা মা কোনও টাকা পান না। তাই বৃদ্ধার দাবি, অবিলম্বে ছেলেও নাতিদের কাছ থেকে হাত খরচ চালানোর টাকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবে পাড়ার বাসিন্দারা জানান, বৃদ্ধার ছেলেও নাতিরা বৃদ্ধার উপর অনেক অত্যাচার করে। মাঝে মধ্যেই বাড়ি থেকে বের করে দেয়। বৃদ্ধাকে মারধর করা হয়। বুধবার বিকালে বৃদ্ধার সঙ্গে ছেলে ও নাতিদের চরম ঝামেলা হয়। এমনকি বৃহস্পতিবার সকালে বৃদ্ধার বাড়িতে ভাঙচুরও চালানো হয়। তবে জানা গেছে, চাঁপদানি থানার পুলিশ উভয়পক্ষের মধ্যে বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে।

গোঘাটের শ্রীপুর দিশারী ক্লাবের পুজোর থিম

বৃক্ষছেদনকারী অসুরকে নিধন মা দুর্গার

সঞ্জীব ঘোষ ● গোঘাট

হুগলি জেলার গোঘাট থানার শ্রীপুর দিশারী ক্লাবের দুর্গাপুজো এবার ৮ম বছরে পড়ছে। দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোক্তা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের থিমের আয়োজন করে থাকে। দিশারী ক্লাবও বিভিন্ন থিমকে কেন্দ্র করে দুর্গাপুজো আয়োজন করে। এবারেও তার ব্যতিক্রম নেই। মা দুর্গা সবুজ গাছের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছেন, বাবা দিচ্ছেন গাছ কাটায়। কারণ গাছকাটা দন্ডনীয় অপরাধ। কলিযুগে গাছ কাটছে অসুর। আর অসুরকে বিনাশ করার জন্য মা দুর্গা দশভুজারূপে সজ্জিত হয়ে তাকে নিধন করছেন। তাঁর সাথে প্রকৃতির মধ্যে সরস্বতী, লক্ষী, গণেশ, কার্তিক রয়েছেন। সবুজায়নকে বাঁচানোর জন্য ধরিত্রীর ভারসাম্য যাতে নষ্ট না হয়ে যায় তার জন্য রয়েছে প্রচুর জীবজন্তুর বসবাস। গাছ কাটার ফলে তারাও ধ্বংসের মুখে পড়ছে। তাই জগৎ জননী মা দুর্গা গাছের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে অসুর নিধনের কাজে নেমে পড়েছেন। গাছের তুলো থেকে বস্ত্র তৈরি হচ্ছে। মানুষ তা পরণে ব্যবহার করছে। এই ক্লাবের দুর্গাপুজোর থিম গোঘাটের বিভিন্ন এলাকার মানুষের নজর কেড়েছে। এই ক্লাবের কর্ণধার সুরজিৎ মাইতি বলেন, শ্রীপুরে সবুজায়নকে থিম করা হয়েছে। কারণ পৃথিবী আজ ভারাক্রান্ত। গাছ কাটলে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। যে সমস্ত অসুর গাছ কাটার কাজ করছে মা দুর্গা গাছের ফাঁক থেকে এসে তাঁর দশভুজার থাকা অস্ত্র দিয়ে গাছ কাটাকে বধ করছেন। অসুরকে নিধন করছেন। সবার উপরে রয়েছেন দেবাদিদেব মহাদেব। তিনি লক্ষ্য করছেন সমস্ত কিছু। উদ্যোক্তারা জানালেন, এই পুজোর বাজেট ৩ লক্ষ টাকার মতো। রয়েছে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান। এলাকার মানুষ সবরকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। প্রতিমা শিল্পী সুশান্ত দোলুই বলেন, এই প্রতিমা তৈরি করতে ২-৩ মাস সময় লেগেছে। বর্তমানে প্রতিমা তৈরির খরচ অনেক। কিন্তু আমি নিজেই ক্লাবের সদস্য। সেজন্য মাত্র ৩৫ হাজার টাকার বিনিময়ে এই কাজ করছি।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

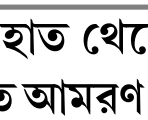

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ ঃ বাসুদেব নন্দ্য, কামারপুকুর

ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মো: ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭

নিরোগ ডায়াগনস্টিক

আরামবাগ (কোর্ট রোড), হুগলী

●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি

Dr. Nischay R, M.D. D.M.

প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।